"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৪র্থ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

জুলাই - সেপ্টেম্বর
২০১৫ খ্রি.

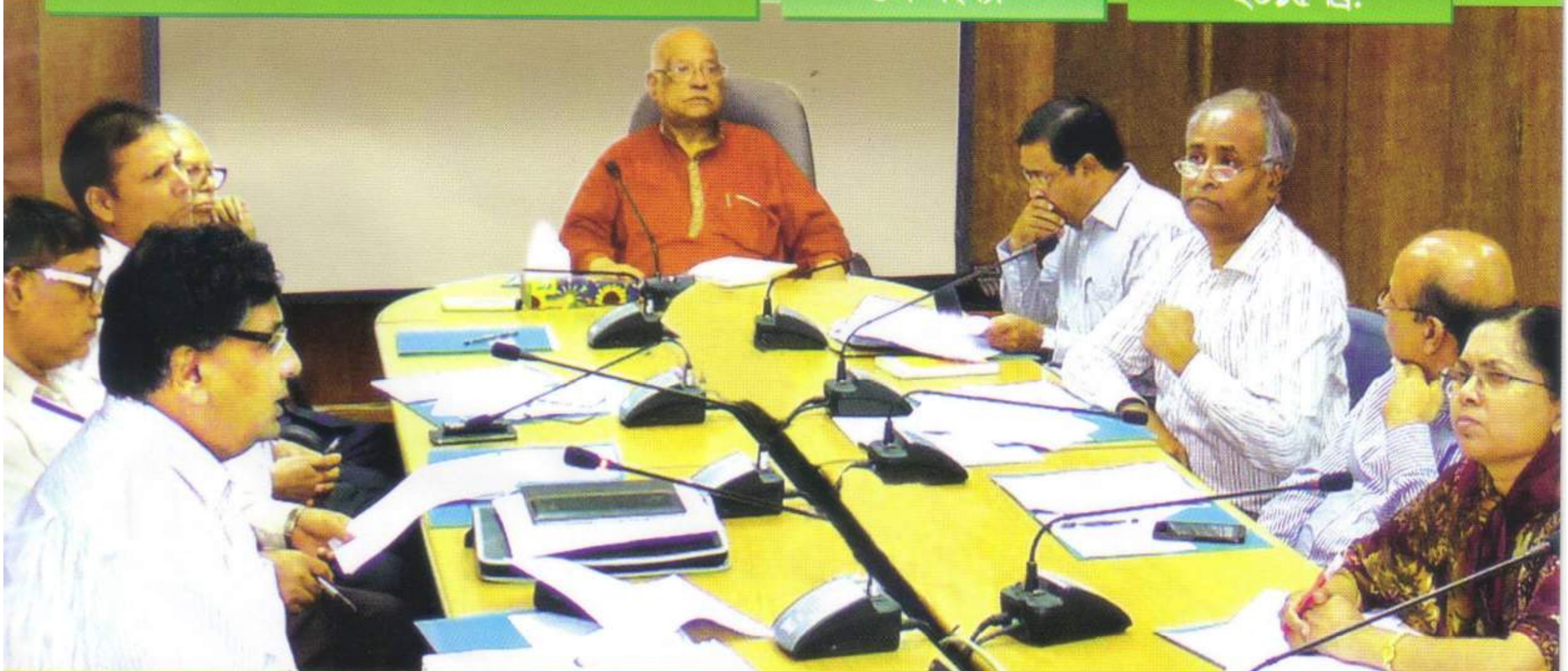

মন্ত্রণালয়ে বিএইচবিএফসি'র কার্যমূল্যায়ন সভা ঃ

প্রশংসনীয় অগ্রগতিতে অর্থমন্ত্রীর সন্তোষ

গত ১৪ জুলাই অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সভাকক্ষে 'বিএইচবিএফসি'র বিষয়ে করনীয় নির্ধারণ' সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক মো. জালাল উদ্দিন, ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব গকুল চাঁদ দাস ও মো. ফজলুল হক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় কর্পোরেশনকে সহজ শর্তে ও দীর্ঘ মেয়াদে মোট ৫০০ কোটি টাকার ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি কিস্তিতে এ টাকা ছাড় করা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তিতে দুইশত কোটি টাকা করে এবং তৃতীয় ও শেষ কিস্তিতে এক'শ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। একইভাবে বিএইচবিএফসি ইতোপূর্বে ৩২২.৫০ কোটি টাকার ঋণ পায়। পূর্বে গৃহীত এ ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে আসছে বিএইচবিএফসি; এবাবদ কোন কিস্তি খেলাপি নেই প্রতিষ্ঠানটির।

সভায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিগত তিন অর্থবছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরেন। এসময় অর্থমন্ত্রী কর্পোরেশনের সার্বিক সূচকের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষভাবে ঋণ আদায় বৃদ্ধি, মুনাফা অর্জনে অগ্রগতি এবং শ্রেণীকৃত ঋণের হার (১৪.০৪ থেকে ৫.৯২ শতাংশে) কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ সফলতার প্রশংসা করা হয়। এধরনের অর্জন ব্যাংকিং সেক্টরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলেও সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ কার্যক্রম শহর থেকে ব্যাপকহারে গ্রামমুখিকরণ প্রক্রিয়ারও প্রশংসা করেন অর্থমন্ত্রী।

দীর্ঘমেয়াদে বিএইচবিএফসি-কে তহবিলগত দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। গণমানুষের কাছে সুপরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অবকাঠামো সুবিধা। এসবের সদ্ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকতর সেবা উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা সম্ভব। এ বাস্তবতা থেকে বিএইচবিএফসি কর্তৃক সীমিত পরিসরে আমানত সংগ্রহের বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছিল। ১৪ জুলাইয়ের বৈঠকে কর্পোরেশনকে আমানত সংগ্রহে অনুমতি প্রদান বিষয়ে সভাশেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন।

প্রতিষ্ঠানটিতে ঋণযোগ্য তহবিলের তীব্র সংকটে ঋণ প্রদান কার্যক্রম ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। এ প্রেক্ষাপটে ৫০০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তার ঘোষণা এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি বিশেষায়িত ব্যাংকে রূপান্তরে অর্থমন্ত্রীর পরিকল্পনার খবরে বিএইচবিএফসি-সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ, উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছে।

পর্ষদ চেয়ারম্যান-এর ফিল্ড-অফিস পরিদর্শন

কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ গত ২০ থেকে ২৪ আগস্ট প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি ফিল্ড-অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি টুঙ্গীপাড়ায় বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যদিয়ে এ সফর শুরু করেন। এ সময় তিনি গোপালগঞ্জ ছাড়াও জোনাল অফিস খুলনা, রিজিওনাল অফিস যশোর, কুষ্টিয়া ও টাংগাইল পরিদর্শন করেন। তাঁর এ সফরকালে কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা জেড এম হাফিজুর রহমান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরিদর্শনকালে পর্ষদ চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে কর্পোরেশনের ঋণ বিতরণসহ সার্বিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সফরকালে গত ২১ আগস্ট তিনি জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, খুলনা প্রদত্ত গুণিজন সংবর্ধনায় সংবর্ধিত হন।

শোকদিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (বাঁ থেকে তৃতীয়), ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

নির্মম ট্র্যাজেডির ৪০-তম বার্ষিকী ঃ

জাতীয় শোক দিবসে নানা কর্মসূচী

স্থান ঃ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়ক।

কাকডাকা ভোর থেকে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রশস্ত সড়কে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। শ্রদ্ধাবনত অসংখ্য মানুষের জনস্রোত। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-জাতি, শিশু-নারী-পুরুষ কিংবা পেশা-পদমর্যাদা নির্বিশেষে অন্তত: ৫ লক্ষাধিক মানুষের নজিরবিহীন এক নীরব সম্মিলন। তাদের মাথার উপর কালো কাপড়ের ব্যানার, বুকে শোকের স্মারকবাহী ব্যাজ এবং হাতে সুগন্ধী রঙিন ফুল। বিশ্ব বিবেক হতভম্ব করে দেয়া নির্মম এক ট্র্যাজেডির বিহ্বলতা উপলব্ধির ক্ষণ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ৪০-তম বিমূঢ়তার উপলক্ষ। ১৫ আগস্ট ২০১৫ খ্রি.। বাঙালি জাতির জাতীয় শোক দিবস। বিলম্বে হলেও হতভাগ্য এক মহাপুরুষকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনের প্রয়াস। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ রোধ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের লক্ষে জনস্রোতটি ধাবিত হচ্ছে পিতার স্মৃতির দর্পন লক্ষ্য করে।

ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদনে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

যথাযোগ্য শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের মধ্যদিয়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ জাতীয় শোক দিবস-২০১৫ পালন করে। সকালে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্যদিয়ে শোক দিবস পালনের কর্মসূচি শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন। এসময় প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জস্থ সকল জোনাল অফিসের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবস পরিপালনের দ্বিতীয় পর্বে কর্পোরেশনের সদর দফতর প্রাঙ্গণে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ নিহতদের আত্মার কল্যাণ কামনায় দোয়া মাহফিল, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা এবং প্রামাণ্য তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সবশেষে দরিদ্রদের মাঝে রান্নাকরা খাবার বিতরণ করা হয়। মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যাংকার ও কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ।

স্মরণ সভায় শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের মধ্যদিয়ে এদেশের ইতিহাস এবং সম্ভাব্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বদলে যাওয়ার বিষয়ে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের মধ্যদিয়ে জাতির জন্য ঘটে যাওয়া অপূরণীয় ক্ষতি, ঘাতকদের অমার্জনীয় অপরাধ এবং আমাদের করনীয় সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

বিএইচবিএফসি'র জাতীয় শোকদিবস পালন অনুষ্ঠানে ঢাকা মহানগর বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. মো. দিদার আলী ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর সম্পাদক মো. আব্দুল মতিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, বিভাগীয় ও জোনাল অফিস প্রধানগণসহ সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে নিজস্ব অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে মোনাজাতরত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (ডান থেকে প্রথম)। মাঝে মো. আতিকুল ইসলাম উপ-মহাব্যবস্থাপক(আইন)

গত ৬ আগস্ট বিএইচবিএফসি'র রাজশাহীস্থ জোনাল কার্যালয়ের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। শহরের এয়ারপোর্ট রোডের শালবাগানস্থ কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। বিএইচবিএফসি'র রাজশাহী অফিসের ব্যবস্থাপক মীর মোফাজ্জল হোসেন এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভায় এ ভবন নির্মাণের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব সম্পর্কে ড. তালুকদার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট শিল্পপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক, বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব হাফিজুর রহমান ও শালবাগান বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো. মোখলেছুর রহমান এসময় বক্তব্য রাখেন। এ সময় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, বিপুলসংখ্যক ঋণগ্রহীতা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকে এযাবৎ রাজশাহী অফিস ভাড়া-বাড়িতে পরিচালিত হয়ে আসছে। নির্মিতব্য ভবনে অফিস স্থানান্তরিত হলে ভবিষ্যতে কর্পোরেশনের খরচ সাশ্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পাবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সফলতার পাশাপাশি অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সম্পদ এবং সবটুকু সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করনের লক্ষে সবরকমের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অনুৎপাদনশীল ও অব্যবহৃত (১.১৫ একর) জমির উপর নিজ স্থাপনা নির্মাণের উদ্যোগ এরই অংশ মাত্র। উল্লেখ্য, নিজস্ব জমিতে কার্যালয় স্থাপনের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আরেকটি মাইলফলক স্থাপিত হতে চলেছে।

নির্মাণকাজের সর্বশেষ অবস্থা

অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে পদক নিচ্ছেন পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ

পর্ষদ চেয়ারম্যানের বিভিন্ন পদক ও সম্মাননা অর্জন

কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি একাধিক সম্মাননা পদক ও সংবর্ধনায় ভূষিত হয়েছেন। একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক, কৃতি ব্যাংকার এবং সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে তিনি এসব পদক ও সম্মাননা পান।

জনাব আমিনউদ্দিন সর্বশেষ গত ১৩ সেপ্টেম্বর 'সাদেক' পদকে ভূষিত হন। খুলনা বিভাগের কৃতিসন্তান, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক-এর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভা, দোয়া মাহফিল ও গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁকে এ পদক দেয়া হয়। রাজধানীর শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি'র হাত থেকে তিনি এ পদক গ্রহণ করেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের ৭ জন কীর্তিমান ব্যক্তিত্বকে এ পদক দেয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক, এমপি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মো. নবী নেওয়াজ, এমপি; কৃষি সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ২২ আগস্ট শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ খুলনা বিভাগের কৃতিসন্তান ও গুণি ব্যক্তিত্ব হিসেবে এক সংবর্ধনা এবং স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। খুলনা মহানগরীর ক্যাসল সালাম ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে World Vision ও বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, খুলনা মহানগরী। এ অনুষ্ঠানে শেখ আমিনউদ্দিনসহ মোট ৮ জন গুণি ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা ও পদক প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. আব্দুস সামাদ।

মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ব্যবস্থাপনা পরিচালক

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত মালয়েশিয়ান মানবসম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী ইব দাতো শ্রী রিচার্ড আনাক জায়েম

দর্শক সারিতে ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার ও আব্দুল লতিফ মিঞা (ডান থেকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়)

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ করেন। International Federation of Training & Development Organization (IFTDO)-এর আয়োজনে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে গত ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি)'র প্রতিনিধি হিসেবে ড. তালুকদার, আব্দুল লতিফ মিঞা (কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য) ও বিলকিস বেগম এ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। বিএইচবিএফসি'র এমডি বিএসটিডি'র যুগ্ম-মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি টেকসই উন্নয়ন তরান্বিতকরনে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ও বিনিময় নিশ্চিত করার লক্ষে বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও তা সুসংহত রাখার প্রত্যয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কার্যকরভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নের মিশন নিয়ে The 44th Conference & Exhibition-২০১৫-এ অর্ধশতাধিক ওয়ার্কশপ এবং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। মালয়েশিয়া সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইব দাতো শ্রী রিচার্ড আনাক জায়েম এ কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন করেন।

কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত তিন বাংলাদেশীসহ বিভিন্নদেশের প্রতিনিধিবৃন্দের একাংশ

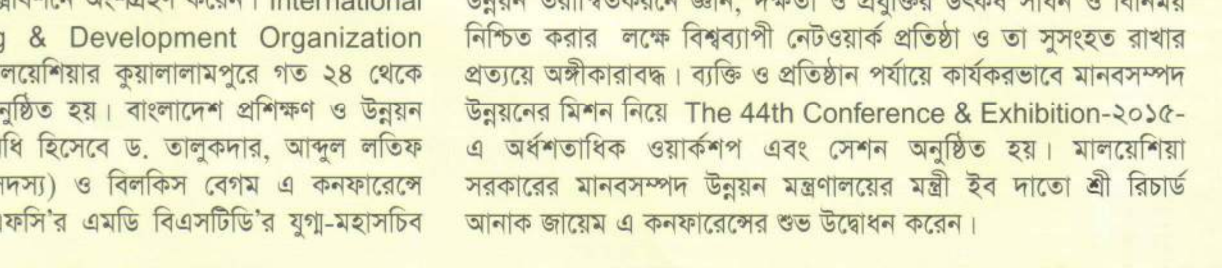

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ৯ জুলাই মাহে রমজান উপলক্ষে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদারসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর রমজান মাসের শেষের দিকে বিএইচবিএফসি'র সকল অফিসে অনুরূপ মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক' দ্বিতীয় কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (বাঁয়ে দ্বিতীয়)। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়) সর্ববামে মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম (প্রশাসন)। উপস্থিত আছেন মহাব্যবস্থাপক এ এফ এম জহিরুল ইসলাম (সর্বডানে)

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রতিটি কর্মকান্ডে শুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর উপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিএইচবিএফসি এসংক্রান্ত বিশেষ মডিউলভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গত জুন মাসে এ মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরুর পর পর্যায়ক্রমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, এমনকি কর্মচারীদেরও এর আওতায় আনার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

শুদ্ধাচার অর্জন প্রক্রিয়ায় গত জুন-সেপ্টেম্বর মাসে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক মোট ৫টি কোর্সের আয়োজন করা হয়। গত ৫ আগস্ট কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসংক্রান্ত দ্বিতীয় কোর্সের শুভ উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে এ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার। প্রশাসন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে মহাবিভাগ-২ এর মহাব্যবস্থাপক এ এফ এম জহিরুল ইসলাম, ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জাম হোসেনসহ বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দুইদিন ব্যাপী এ কোর্সে অফিসার ও সিনিয়র অফিসার পর্যায়ের মোট ২৬ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। গত ৯-১০ আগস্ট একই বিষয়ের উপর তৃতীয়, ১৯ থেকে ২০ আগস্ট ৪র্থ, ৬ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পঞ্চম এবং ১৬ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর এ বিষয় ৬ষ্ঠ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষিতে কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এসব প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রতিটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এ কোর্সের গুরুত্ব সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বরাবর গুরুত্বারোপকারী কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিটি কোর্সের আয়োজন এবং সফলভাবে তা সমাপ্তির প্রতিটি পর্যায় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে রাখেন।

গত জানুয়ারী মাস থেকে কর্পোরেশন এ পর্যন্ত মোট ২২৬ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে। এর মধ্যে ১১ জন বহি. প্রতিষ্ঠান এবং ২১৫ জন নিজস্ব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্পোরেশন পরিচালিত ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা উচ্চমানের প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং দুদকের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে এবিষয়ে বিশেষ রিসোর্স পার্সনদের অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর ফলে কোর্সটির ক্রমাগত মানোন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে।

একজন প্রশিক্ষণার্থীর হাতে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম। পাশে দন্ডায়মান মহাব্যবস্থাপক মো. আমিন উদ্দিন

চট্টগ্রাম জোনাল অফিসে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় অগ্রগতিসূচক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের চট্টগ্রাম সফর

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার গত ১২ হতে ১৪ সেপ্টেম্বর জোনাল অফিস চট্টগ্রাম সফর করেন। সফরকালে তিনি এ অফিসের স্টাফ কোয়ার্টারের জন্য নির্ধারিত জমি পরিদর্শন, জমিটির সদ্ব্যবহারে করনীয় নির্ধারণ এবং জোনাল অফিসটিসহ এর অধীনস্থ রিজিওনাল অফিসসমূহের কার্যক্রম ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সার্বিক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করেন। চট্টগ্রাম বিভাগ এলাকায় ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ, শ্রেণীকৃত ঋণ ও এর আদায় পরিস্থিতি, বিচারাধীন মামলা পরিচালনায় দক্ষতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নেন। চট্টগ্রাম সফরকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পোরেশনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসকের সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বহুতল আবাসিক প্রকল্পের পরিকল্পনা

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের হালিশহরে কর্পোরেশনের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য একটি প্লট রয়েছে।

কর্পোরেশনের বর্তমান পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ স্টাফ কোয়ার্টারের এ জমিটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ প্রেক্ষাপটে জমিটিতে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষে প্রক্রিয়া শুরু করনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের (২৯ জুলাই ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত) ৪২৩-তম সভায় সিদ্ধান্ত হয়। পর্ষদের অনুরূপ সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে তথ্য প্রেরণসহ ইতোমধ্যে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম (নগর) উন্নয়ন

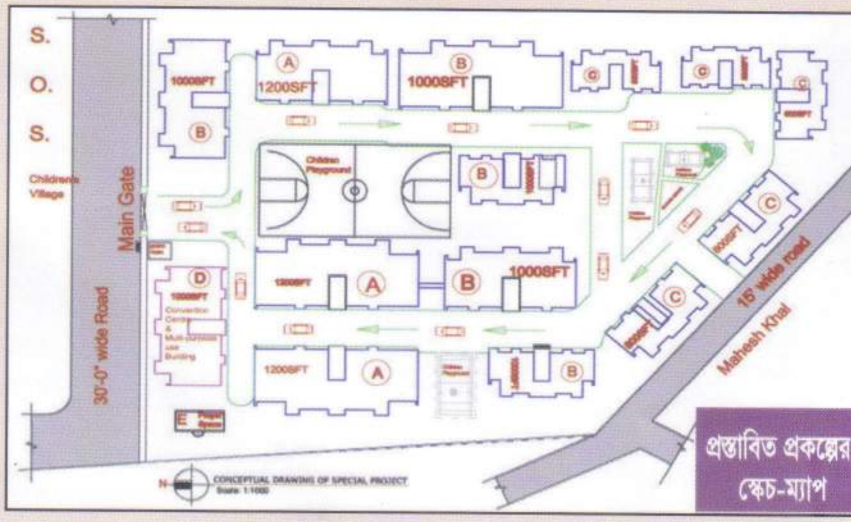

প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্কেচ-ম্যাপ

কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ছাড়পত্র নেয়া হয়েছে।

খসড়া প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী একটি মাল্টি-পারপাস বহুতল ভবনসহ ১০ তলা বিশিষ্ট মোট ১৪টি ভবন নির্মাণ করা হবে। আধুনিক নাগরিক সুবিধাসম্বলিত প্রকল্প এলাকায় দুটি সুপরিসর খেলার মাঠ, দ্বিতল বিশিষ্ট একটি জামে মসজিদ ও একটি শহীদ মিনার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট খরচ ধরা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। আবাসিক ভবনগুলোতে ৮০০, ১০০০ ও ১২৯১ বর্গফুট আয়তনের মোট ২৩৪টি ইউনিট তৈরি হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আধুনিক বাসস্থানসহ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি হবে।

এপ্রিল-জুন সময়কালে অবসরোত্তর ছুটিতে গমনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

জনাব লুৎফর রহমান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
জোনাল অফিস, জোন-১,
শেষ কর্মদিবস : ১৯.০৭.২০১৫ খ্রি.

মিসেস হালিমা খাতুন
সিনিয়র অফিসার
জোনাল অফিস, বরিশাল
শেষ কর্মদিবস : ০৯.০৯.২০১৫খ্রি.

জনাব মো. মাহবুবুল আলম খান
প্রিন্সিপাল অফিসার
জোনাল অফিস, জোন-৫, ঢাকা
শেষ কর্মদিবস : ১৯.০৮.২০১৫খ্রি.

মিসেস রমা চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার
জোনাল অফিস, চট্টগ্রাম
শেষ কর্মদিবস : ৩১.০৭.২০১৫খ্রি.

এ সময়কালে কোনও কর্মচারী অবসরোত্তর ছুটিতে যাননি।

পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ (বাঁ থেকে তৃতীয়)- এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত পরিচালকবৃন্দ – মো. জালাল উদ্দিন (বাঁয়ে প্রথম), সুধাংশু শেখর বিশ্বাস (বাঁয়ে দ্বিতীয়), মো. জিল্লার রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়) ও পরিচালক ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার (ডানে প্রথম)

পর্ষদে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদন

গত ৭ জুলাই কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের ৪২২-তম সভায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার, পর্ষদের পরিচালক মো. জিল্লার রহমান, সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, মো. জালাল উদ্দিন ও ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন ।

অনুমোদিত রিপোর্ট মতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কর্পোরেশন ১৯৩.১৮ কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করেছে। এ অর্থবছরে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮৫.১৮ ও ৩৮৮.৯০ কোটি টাকা। এ বছর ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৪৫৯.১৮ কোটি টাকা যা আদায়যোগ্য অর্থের ৮৫.৩৫ শতাংশ। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে ক্রমাগত গুরুত্বারোপ ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এর হার দাঁড়িয়েছে ৭.১৪ শতাংশে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণ ছিল মোট আদায়যোগ্য টাকার ৯.২৫ শতাংশ। প্রসঙ্গত: কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে কোন প্রভিশন ঘাটতি নেই। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ৫২.৩৮ কোটি টাকা। এ সময় কর্পোরেশনের মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ হাজার ৫শ ৭৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অডিট রিপোর্টে ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ ও আদায়ে বিদ্যমান নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও পরিপালন এবং উন্নত অভ্যন্তরীণ কন্ট্রোল ব্যবস্থারও প্রশংসা করা হয়। রিপোর্ট স্বাক্ষরানুষ্ঠানে কর্পোরেশনের সার্বিক ব্যবসায়িক সাফল্যে পরিচালনা পর্ষদ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণ (প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী) ৫.৯২ শতাংশে নামিয়ে আনাসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। কেবলমাত্র তহবিল স্বল্পতার কারণে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। রিপোর্টাধীন বছর এবং এর পূর্ব ও পরবর্তী অর্থবছরের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ :

(কোটি টাকায়)

সূচক	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫ (প্রভিশনাল)
ঋণ মঞ্জুরী	৫৩৯.২৫	২৮৫.১৮	৩১১.২১
ঋণ বিতরণ	৪৩৭.৪৯	৩৮৮.৯০	২৭১.৭০
ঋণ আদায়	৪৫১.৯৪	৪৫৯.১৮	৪৮২.৯৬
শ্রেণীকৃত ঋণ	৯.২৫%	৭.১৪%	৫.৯২%
অর্জিত মুনাফা	১৮৮.৯৯	১৯৩.১৮	১৮৫.০২
ঋণের স্থিতি	২৮০১.২৭	২৯৭৪.৭৩	৩০১৯.৭৩
কর প্রদান	৭৭.০০	৫১.২৯	৫৩.৬০

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক মন্ডলী : **ড. দৌলতুন্নাহার খানম,** মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা : পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net
Web : www.bhbfc.gov.bd